Department of Bengali
Patna University
subject - Bengali, CC 10,
Sem- III , Unit - I
Teacher - Dr. Sagar Sarkar
Topic- History of Bengali literature

বাংলা গদ্যে চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজ -

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কুচবিহারের রাজা নরনারায়ন অহোম রাজ চুকামফা স্বর্গ দেব এর কাছে একটি চিঠি লিখেন। এরপরএরপর 1735 খ্রিস্টাব্দে গৌড়ীয় মোহনত দের কাছে লিখিত ইস্তফাপত্র ও জয়পুরে পেরিত সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্যের পত্র হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিংবাকিংবা 1757 খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেশীয় ভাষায় শহরের বাজারে পণ্য সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি পত্র উল্লেখযোগ্য।
এমনকিএমনকি সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে আত্মবিক্রয়ের দাসদাসী বিক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত কয়েকটি পত্র নমুনা রয়েছে।
পর্তুগিজ মিশনারীদের প্রচেষ্টায় সৃষ্ট বাংলা গদ্য-
বাংলা গদ্য সৃষ্টিতে পর্তুগিজ মিশনারীদের চেষ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পর্তুগিজরা পর্তুগিজরা বাণিজ্য করতে বাংলাদেশে আসে ষোড়শ শতাব্দীতে। এ সময় থেকেই পর্তুগীজদের রোমান ক্যাথলিকরা বাংলাদেশ ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন।সেই সূত্রে তাদের বাংলা ভাষা জানা একান্ত জরুরী বিষয় হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তারা বাংলা ভাষা রপ্ত করেন , এবং ignition , গোমস , অ্যান্টোনিও, মনোয়েল প্রভৃতি বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ শব্দ ও সৃষ্ট ধর্মের মাহাত্ম্য মূলক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তখনও মুদ্রণযন্ত্র এদেশে না আসায় এঁদের ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক তথ্য দেওয়া মুশকিল।

"ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ" -

দোম আন্তোনিওর "ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ"। ভুষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিও। তিনি ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মযাজক।বালক বয়সে মগ জলদস্যুরা তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে আরাকানে ফাদার রোজারিওর কাছে বিক্রি করে দেন। মনোএল দা তাকে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের দীক্ষা দিয়ে নাম দেন দোম আন্তোনিও দা রোজারিও। ধর্ম ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি রচনা করেন "ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ"। কথ্য গদ্য লেখা এই গ্রন্থে তিনি নানান যুক্তি দিয়ে হিন্দু ধর্ম অপেক্ষা কৃষ্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন। গ্রন্থটির ভাষা বাংলা। গ্রন্থটি রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছিল।সজনীকান্ত দাস জানিয়েছেন "ফাদার হোস্টেলের নিকট লিখিত ফাদার লোসেফের পত্রে এটিও 1743 খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস্কো দা সিলভার ছাপাখানায় মুদ্রিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে"।
আন্তোনিও গ্রন্থে রামায়ণের কাহিনী পরিবেশন করেছেন। আন্তোনিও পূর্ববঙ্গের ভূষণার বাঙালি সন্তান ছিলেন।জলদস্যুদের দ্বারা চুরি হবার পর তিনি ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হন। গ্রন্থে পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষার নিদর্শন মেলে। ব্রাহ্মণী সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম যাজকের ধর্ম নিয়ে বিতণ্ডা সে নিদর্শনের পরিচয় মেলে। বাক্যের গঠন রীতি ও লক্ষ্য করার মতো। খ্রিস্ট ধর্মের মহত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি আচার ও সংস্কার সর্বস্য

হিন্দু ধর্মকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেছেন। হিন্দুর হিন্দুর দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ভূত বলেছেন। হিন্দু পুরাণের যে গল্প পরিবেশন করেছেন সেখানে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার নিদর্শন মেলে। ভাষার নিদর্শন-"রামের এক স্ত্রী, তাহার নাম সীতা, আর দুই পুত্র লব আর কুশ তাহান ভাই লকোণ ,রাজা অযোধ্যা বাপের সত্যপা লিতে বনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার স্ত্রীরে রাবনে ধরিয়া লইয়াছিলেন।"

"কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"-

গ্রন্থটির রচয়িতা মনোরেল দা আসসুম্পসাঁউ । এভোরার বাসিন্দা মানয়েল সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি ঢাকার পর্তুগিজ গির্জার ছিলেন অধ্যক্ষ। আনুমানিক 1734 খ্রিস্টাব্দে তিনি এদেশে এসে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্য গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন।1734 খ্রিস্টাব্দে 28 আগস্ট তিনি পর্তুগিজ এবং বাংলা দুই ভাষায় রচনা করেন "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" গ্রন্থটি। 1743 খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের নিক্সন শহর থেকে রোমান হরফে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। গ্রন্থটির প্রথমে পর্তুগিজ ভাষায় লেখ্যরূপ এবং পরে তার বাংলা গদ্য অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। অনেক পণ্ডিত জানিয়েছেন বাংলা অনুবাদ মনে করেননি।

তবে এটি মনয়েলের প্রথম রচনা নয়। তিনি 1734 খ্রিস্টাব্দের লিখেন "vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez"এটি একটি বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমান আড়াইশো বছর আগেকার পূর্ব বঙ্গের আঞ্চলিক ভাষাকে এই গ্রন্থে সাধু ভাষার কাঠামোয় উপস্থিত করা হয়েছে।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ পূর্ববঙ্গের মৌখিক গদ্যের পরিচয় মিলে। এই গ্রন্থের 1765 খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায় - "অনুবাদের সময় বৃদ্ধ ফাদার মনের মাঝে মাঝে যখন ঘুমিয়ে পড়তেন তখন দেশে অনুবাদক তার অজ্ঞাতে খ্রিস্ট ধর্ম বিরোধী নানা গালগল্প জড়িত এর ফলে মূল পর্তুগীজের সঙ্গে বঙ্গানুবাদের অমিল লক্ষ্য করা যায়। এখানে ব্যবহৃতবাংলা থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগেকার ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলের মৌখিক গদ্যরূপ পরিচয় কেউ জানতে পারি।" পুঁথি ১ এবং পুঁথি ২ গ্রন্থটি এইভাবে দুটি অংশে বিভক্ত।গ্রন্থে গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে খ্রিস্ট শ্রেষ্ঠ ধর্মের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে।